ইনকিলাব

তারিখ SEP 04 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিভিন্ন পর্যায়ে চাঁদাবাজি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিও অনিশ্চিত

৫ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার তালিকা ফাইলবন্দী আন্দোলনে ৫০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী

ইনকিলাব রিপোর্ট

থমকে গেছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) কার্যক্রম। সরকারের মেয়াদের শেষ বছরে নানাবিধ বিবেচনায় নতুন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির জন্য চলতি বছরের শুরু থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও এমপিওর নামে মন্ত্রী-এমপিসহ জোটের নেতা-কর্মীদের বেপরোয়া চাঁদাবাজির খবরে বেঁকে বসেছে সরকার। তালিকা প্রণয়ন করেও তা ফেলে রাখা হয়েছে। এমপিওভুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে টাকার বিনিময়ে স্কুল- কলে এমপিওভুক্ত করানোর তৎপরতায় ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জি তার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখ নির্দেশ দিয়েছেন। পরে এ নিয়ে সরকারের ভেতরের বিভিন্ন পর্য থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদবিরও করা হয়েছে। এ তদবিরে কিছু নমনীয় হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত দেননি গতকাল (রোববার) প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সা কথা বলে এ তথ্য

২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিও অনিশ্চিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি যে আলোচনা হয়েছে তাতে সরকারের মেয়াদ শেষের আগে কিছুসংখ্যক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও দেয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ৬শ' থেকে ৭শ'র বেশী হবে না। বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে পাঁচ সহস্রাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা তৈরী করা হয়েছে আলোচনা অনুযায়ী, তার মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে অনধিক দু'টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান জুনিয়র পর্যায় থেকে মাধমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসব কথা বলা হলেও এমপিওভুক্তির বিষয়ে যে কোন প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক ও প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের লাজবাব। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ না দেখালেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ কতিপয় শিক্ষক নেতা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাতায়াতকারী একশ্রেণীর তদবিরবাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করিয়ে দেয়ার নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি চালাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার এমপি, মন্ত্রীদের নিকটজনরাও যে কোন মূল্যে এমপিও করিয়ে দেয়ার নাম করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে টাকা না দিলে এমপিওভুক্তি করানো যাবে না মর্মে চলছে এই চাঁদাবাজি। এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও করিয়ে দেয়ার দফায় দফায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ আদায় করেছেন শিক্ষামন্ত্রীর আস্থাভাজন একজন শিক্ষক নেতা। জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এক দফা এমপিওভুক্তির আশায় শিক্ষা বোর্ডগুলোতে সাম্প্রতিক বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতির আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানই কোন না কোন পন্থায় পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই টাকার বিনিময়ে এমপিওভুক্তির জন্য নানা পর্যায়ে টাকা ছড়াচ্ছে, লবিং-তদবির করছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পদস্থ এক কর্মকর্তা বলেন, তদবিরকারীদের তৎপরতা বন্ধে সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা

সূত্র জানায়, এক বছর বন্ধ রেখে জোট সরকারের মেয়াদের শেষ বছরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির (মান্থলি পে অর্ডার) কর্মকাণ্ড শুরু হয় গত জানুয়ারী থেকেই। তবে এ তৎপরতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে গত এপ্রিল মাসে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেও এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির আবেদন জমা পড়েছে উভয় দপ্তরে। এর অধিকাংশ আবেদনেই রয়েছে একাধিক মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশ। মন্ত্রী, এমপি ও জোটের শরীক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের হাত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশিষ্ট শাখায়ও হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন জমা পড়ে। এসব আবেদনের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। আবেদনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করিয়ে দেয়ার নামে সংঘবদ্ধ চক্র হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এমন কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেটের বাইরেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, সচিবালয়ে পেশাদার তদবিরবাজ এবং কোন কোন এলাকার সংসদ সদস্য নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে অন্য নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করিয়ে দেয়ার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি এক থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়ার খবর ফাঁস হয়ে যায়। এমপিওভুক্তির নামে চাঁদাবাজির খবর গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইনকিলাবে। এরপর এমপিও সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম থমকে গেলেও থেমে থাকেননি অগ্রিম উৎকোচ গ্রহণকারী এমপি ও দলীয় নেতা-কর্মীরা। তারা সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে নানা যুক্তিতর্ক খাড়া করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদবির করিয়েছেন প্রভাবশালী মন্ত্রীদের দ্বারা। এ বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী গতকাল ইনকিলাবকে বলেন, নানা অনিয়ম-দুর্নীতির খবরে এ মেয়াদে নতুন করে এমপিও দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরে অবশ্য কিছুটা নমনীয় হয়েছেন।

এদিকে এমপিও বহির্ভূত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিও আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। গঠন করেছেন বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। এ জোটের ব্যানারে ৫ হাজার এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোট সরকারের মেয়াদের মধ্যে এমপিওভুক্ত করার দাবীতে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। নবগঠিত এই ঐক্যজোটের আহ্বায়ক মোঃ ইব্রাহিম খলিল ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আস্থাভাজন শিক্ষক নেতা মোঃ সেলিম ভূইয়ার বিরুদ্ধে। গতকাল (রোববার) বিকেলে তিনি ইনকিলাবকে বলেন, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন-ভাতা আদায়ের গত আন্দোলনে এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে এমপিওভুক্ত করিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের দলে টেনেছিলেন মোঃ সেলিম ভূঁইয়া। আমরা তার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখে তার নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। এমনকি তার নেতৃত্বাধীন সংগঠনের ১০ দফা দাবীর তৃতীয় নম্বরেই ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ এমপিওভুক্ত করার দাবী। কিন্তু সেলিম ভূঁইয়া এখন আর আমাদের দাবীর বিষয়ে কথা বলছে না। মোঃ ইব্রাহিম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৫ হাজার প্রতিষ্ঠানের তালিকা জমা পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ২শ' নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, ৫শ' মাদ্রাসা এবং ৩শ' কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। জনাব ইব্রাহিম বলেন, সরকারকে অনেক সময় দিয়েছি। আর নয়। এখন আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করব। পল্টনে মহাসমাবেশ করব। এরপরও দাবী পূরণ না হলে সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করব। এদিকে মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছরে নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না করলেও এর আগের সাড়ে তিন বছরে ২ হাজার ৭৯৬টি